সংবাদ

তারিখ ৫/৭/৮০
পৃষ্ঠা … কলাম …

155

পাঠ্যবই বিতরণে দুর্নীতির অভিযোগ ॥ শিক্ষা কর্মকর্তা প্রহৃত

কুড়িগ্রাম, ২রা জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—১৯৮০-৮১ সালের শিক্ষা বছরের এক নতুন সার্কুলার অনুযায়ী সরকার প্রাইমারী স্কুলসমূহের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য মোট ১৭ হাজার ৫শ' ৯৮ সেট বই দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে কুড়িগ্রাম সদর থানার ৬৮টি প্রাইমারী স্কুলের জন্য ২ হাজার ৩শ' ১২ সেট বই দেয়া হয়েছে।

প্রতিসেটে চারটি করে বই রয়েছে। নিয়মানুযায়ী এই সব বই প্রতিটি প্রাইমারী স্কুলের শতকরা ৩০জন দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বিতরণ করার কথা। ইতিমধ্যে বইগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণের জন্য প্রতিটি থানার শিক্ষা অফিসারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

অপরদিকে মহকুমার কোন কোন থানায় বইগুলো সুষ্ঠুভাবে বিতরণ না হওয়ায় শিক্ষক ও শিক্ষা অফিসারদের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যাবার খবর পাওয়া যাচ্ছে। গত ২৩শে জুন উলিপুর থানার বই বিতরণকে কেন্দ্র করে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে। উলিপুর থানার শতাধিক প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য মোট ৪ হাজার ৫শ' ৫৪ সেট বই বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু উলিপুর থানায় অনেক স্কুলেই বই পায়নি। যার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ থানার প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকগণ উলিপুর থানা শিক্ষা অফিসারের কাছে বই নিতে এসে প্রথমে শিক্ষা অফিসারের সাথে বচসা হয়। পরে এক পর্যায়ে ক্ষুব্ধ শিক্ষকগণ শিক্ষা অফিসারকে বেদম প্রহার করে। এব্যাপারে কুড়িগ্রাম মহকুমা শিক্ষা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে, তিনি এই ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার কথা জানতে পেরেছেন। কিন্তু লিখিত কোন অভিযোগ পাননি। রৌমারী, ভুরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী, রাজিবপুর, চিলমারী ও ফুলবাড়ী থানার অনেক প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকই জানেন না যে সরকার থেকে বিনা মূল্যে বই দেয়া হচ্ছে। আবার কোন এলাকা থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে [illegible] বই দেয়া হচ্ছে। এ[illegible] যেখানে চারটি করে বই থাকার কথা সেখানে এক দু'টি করে বই দেয়া হচ্ছে। কোন কোন এলাকার শিক্ষকগণ আবার বই বিতরণে স্বজনপ্রীতি করছে। বিনা মূল্যে বই বিতরণে এই ধরনের নানা দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এই সব দুর্নীতিতে অধিকাংশ শিক্ষা অফিসার ও প্রাইমারী স্কুলের কিছু শিক্ষক জড়িত রয়েছেন বলে জানা গেছে।

১৯৮০-৮১ সালের শিক্ষা বছরের অপর এক সার্কুলারে জানা গেছে যে, প্রাইমারী স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীদের বিনা মূল্যে জামা ও প্যান্ট দেয়া হবে। এর জন্য কুড়িগ্রাম মহকুমার আট থানার জন্য প্রায় ৬ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শিক্ষা অফিসারদের কাছে ছাত্রীদের নামের তালিকাও পাঠানো হয়েছে। পোশাক তৈরীর জন্য প্রত্যেক থানা শিক্ষা অফিসারদের কাছে বরাদ্দকৃত টাকা পাঠানো হয়েছে। কুড়িগ্রাম থানার ৬৮টি প্রাইমারী স্কুলের শতকরা ৩০জন গরীব ছাত্রীদের ড্রেস তৈরীর জন্য কুড়িগ্রাম থানা শিক্ষা অফিসারকে ৭০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন স্কুল পোশাক সরবরাহ করা হয়নি। এ ব্যাপারে কুড়িগ্রাম মহকুমা শিক্ষা অফিসার ও কুড়িগ্রাম ১নং প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করলে তাঁরা এর সত্যতা স্বীকার করেন।